Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 832 - 837
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’ : জন-বুদ্ধিজীবী নজরুল

অমৃতা রায়
Email ID : amritaroy355@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Intellectual, Public intellectual, democratic system, intellect, society, democratic spirit, non-communal, harmony, fundamentalism.

Abstract
Nowadays Intellectual is a important notion. The role of this community in all aspects of society in a democratic state system is very important. But who is this group? What is their identity? There is no clear definition of who intellectuals are. There are differences of opinion among different theorists on precisely defining intellectuals. In a general sense, intellectuals are those who make a living by exploiting their intellect. But their scope of work is not limited to intellectual work alone, but extends beyond that. In a general sense, when we say intellectuals, we mean a special class of society such as writers, literary figures, teachers, lawyers, doctors, etc. Those who speak on behalf of the people of the society, raise questions against the authorities, talk about the progress of the people, talk about the progress of the society. Their intellect, consciousness, values, make the people aware of their thoughts, spread the word about the democratic spirit, and make them aware of their own duties. They do not confine themselves to the world of writing but instead engage themselves with ground reality and that is where they transform from an intellectual into a public intellectual.

Can we keep Kazi Nazrul Islam in the light of that identity? Is Nazrul just a rebel poet or a poet of harmony who dreamed of a non-communal nationhood, or can we see him as a public intellectual? This discussion aims to examine the extent to which Nazrul's role as a public intellectual is relevant to his statement on ‘Rajbandir Jabanbandi’. In the present world where fundamentalism has become a very important issue. The political situation is the victim of this fundamentalism. Standing at that moment and in the present world, how much of Nazrul's thoughts as a public intellectual, as expressed in 'Rajbandir Jabanbandi', are still acceptable and besides, how much role does a public intellectual play in the management of the state and in the formation of the state against the fundamentalism of the state, that is the subject of this article.

Discussion

বর্তমানে বিশ্বে ‘বুদ্ধিজীবী’ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমাজের সর্বক্ষেত্রেই এই মহলের ভূমিকা অত্যন্ত। শুধু এখন বলে নয় রাষ্ট্র গঠন ও রাষ্ট্রকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সরাসরি বা নেপথ্যে এই সম্প্রদায়ের ভূমিকা সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ। খুব সাদামাটা ধারণায় বললে বুদ্ধিকে উপজীব্য করে যাঁরা জীবন নির্বাহ করেন তাঁরাই ‘বুদ্ধিজীবী’ নামক

একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়। একটু বিশদে ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হয় বুদ্ধিকে উপজীব্য করে যাঁরা কতৃপক্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে প্রশ্ন তোলেন, জনমত গঠন করেন, তাঁদের সংগঠিত করেন, সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেন নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা। এক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের লেখনী, সভা, বক্তৃতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় জনমতকে প্রভাবিত করতে। সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণি এই সম্প্রদায় ভুক্ত বলে সাধারণত মনে করা হয়। সাহিত্যিক, লেখক, চিকিৎসক, শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, শিল্পী ইত্যাদি পেশার সাথে যুক্ত মানুষজন এই সম্প্রদায়ের কান্ডারি বলে মনে করা হয়। বহুল প্রচলিত এই গোষ্ঠীর ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘ইন্ট্যাল্যাকচুয়াল’। এই ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা করতে গেলে একটু পশ্চিমের ইতিহাস ঘেঁটে দেখা দরকার।

‘বুদ্ধিজীবী’ ও ‘বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়’ এর সঠিক উৎপত্তিক্ষণ নির্ণয় করা দূরহ। রথীন চক্রবর্তী তাঁর সম্পাদিত ‘বুদ্ধিজীবী চরিতনামা’ গ্রন্থে বলছেন রাশিয়ায় ১৮৪০ - এর দশকে ফ্রিড্রিরিশ হেগেলের নানা উক্তি থেকে ‘ইন্ট্যাল্যাকচুয়াল’ শব্দের একটা ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু মনেকরা হয় ‘বুদ্ধিজীবী’র উৎপত্তি পোল্যান্ডের ‘ইন্ট্যালেজিনেশিয়া’ এর মাধ্যমেই। এই ‘ইন্ট্যালেজিনেশিয়া’ সম্পর্কে লাতিনে বলা হচ্ছে, -

> “Intelligentsia is a social class of people engaged in a complex mental labour aimed at guiding or critiquing, or other-wise playing a leadership role in shaping a society’s culture and politics.”[১]

উনিশ শতকে জার্মানি ও ফ্রান্সেও বুদ্ধিজীবী উন্মেষ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এবং পরবর্তীতে বুদ্ধিজীবী সম্পর্কিত বিভিন্ন মহলে নানাবিধ তত্ত্ব পাওয়া যায়। সাধারণ অর্থে সমস্ত মতবাদ এক জায়গায় করে বলা যায় ‘ইন্ট্যালেজিনেশিয়া’ ও ‘বুদ্ধিজীব’র উদ্ভব সম্পর্কিত বিশ্বের ইতিহাস মোটামুটি এই কথা বলে যে, মূলত শিক্ষায় ব্যাপক বিস্তার বা প্রসারের ফলেই এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উদ্ভব। সেক্ষেত্রে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সেই উদ্ভবে একটি ধাক্কা মাত্র। কিন্তু তার আসল বীজ নিহিত সামাজিক শোষণ-পীড়নের মধ্যে। সেই সামাজিক শোষণ-পীড়নের ভিতকে বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবে নাড়িয়ে দেওয়ার সূত্র থেকেই বুদ্ধিজীবীদের উৎসার। সামাজিক শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে যাঁরা সোচ্চার হয় নৈতিক মূল্যবোধ থেকে।

বুদ্ধিজীবী কারা? কী তাদের সঠিক ভূমিকা হওয়া উচিত? এই বিষয় নিয়ে বিস্তৃত মতামত পাওয়া যায় আন্তনিও গ্রামসির ‘প্রিসন নোটবুকস’ - এর ‘ইন্টাল্যাকচুয়ালস অ্যান্ড এডুকেশন’ অধ্যায়ে। গ্রামসির রাজনৈতিক জীবন ও কর্মের উপর তার প্রতিফলনের মূল হল - অধস্তন গোষ্ঠীগুলি তাদের সাবঅলটার্ন অবস্থান অতিক্রম করতে পারে এবং আধিপত্য অর্জন করতে পারে। ‘প্রিজন নোটবুকস’ এ এই অধস্তন গোষ্ঠীর চেতনা ও আদর্শের রূপান্তরের ভূমিকা কী ভাবে? কী ভাবে তারা ক্ষমতা অর্জন করতে পারে তার আলোচনায় উঠে এসেছে বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক দলের ভুমিকার কথা। সাবঅলটার্ন গোষ্ঠীগুলিকে তাদের অধস্তন অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে আধিপত্যবাদী হয়ে উঠতে এবং সমাজে অগ্রণী বা নির্দেশনামূলক ভূমিকা পালন করার কল্পনা করেছিলেন। এবং এই বিষয় ঘটনোর জন্য তাদের অধীনস্ত গোষ্ঠীর একটি সীমিত অর্থনৈতিক কর্পোরেট চেতনার ঊর্ধ্বে যেতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর যুক্তি ছিল বিপ্লবী তত্ত্ব আনতে হবে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন ছাড়া ইন্ট্যালেজেনেশিয়ার মাধ্যমে। যেখানে বুদ্ধিজীবী সম্পর্কিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা অর্গানিক ইন্ট্যাল্যাকচুয়াল (জৈব বুদ্ধিজীবী) এর ধারণা।

সময়ের সাথে সাথে ‘বুদ্ধিজীবী’ সংক্রান্ত ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। ধর্মজীবীরাও একসময় বুদ্ধিজীবী হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। বিশ শতকে ‘বুদ্ধিজীবী’র ব্যাখ্যা দাঁড়ায় –

> “a person who engages in critical study, thought and reflection about the reality of society, proposes solutions for the formative problem of society, and by such discourse in the public sphere gains authority from public opinion.”[২]

এই শতকের অন্যতম চিন্তাবিদ তথা বুদ্ধিজীবী এডয়ার্ড. ডাব্লিউ. বি. সাঈদ সেখানে তিনি প্রথমেই বলেই একজন বুদ্ধিজীবী তিনিই হবেন যিনি সমাজের বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন, সমাজে যাঁর বিশেষ ভূমিকা আছে। মানুষের জ্ঞানের প্রসার ঘটান বা তাদের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলেন। সেক্ষেত্রে এমন মানুষকে তিনি বুদ্ধিজীবী বলতে নারাজ যে বা যাঁরা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্তরে জ্ঞানের চর্চা করেন।

অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যিনি ব্যক্তিগত স্তরে শুধুমাত্র লেখালেখির জগতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননা তার পরিবর্তে নিজেকে ছড়িয়ে দেন জনগণের মধ্যে বা বলা যায় তাঁর লেখনীর ধার জনগণের মধ্যে মূল্যবোধ বা সচেতনতা তৈরি করে। যাঁরা প্রয়োজনে কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রশ্নে। তখন তিনি আর শুধুমাত্র একজন বুদ্ধিজীবী নন হয়ে ওঠেন ‘public intellectual’ যার বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে বলা যায় ‘জন-বুদ্ধিজীবী’।

‘public intellectual’ সম্পর্কে রোমিলা থাপার তাঁর ‘Public Intellectual in India’ গ্রন্থের ‘To question or not to question? That is the question’ প্রবন্ধে বলছেন -

> “Public intellectuals frequently concern themselves with issues related to human rights and to the functioning of society, such that it ensure the primacy of social justice.”[৩]

অর্থাৎ একজন জন-বুদ্ধিজীবী অবশ্যই সমাজ পরিবর্তনে সামাজিক ন্যায় বিচার, মানবিক অধিকার নিয়ে কথা বলেন। তাঁদের যুক্তি বোধ থেকে যুক্তিবাদী মনন থেকে জনসাধারণের জন্য কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রশ্ন তোলেন। সেখানে অবশ্যই একজন জন-বুদ্ধিজীবী হবেন স্পষ্টবাদী নির্ভীক চেতনা সম্পন্ন একজন মানুষ। তিনি আরও বলেন -

> “A public intellectual … take a position independent of those in power, enabling him or her to debatable ideas, irrespective of who propagates them. Reasoned critiques are often the essential starting point. The public intellectual has to see himself or herself as a person who is as close to being autonomous as is possible, and more than that, can be seen by others as such. … has to have at the same time a concern for what constitutes the rights of citizens, particularly on issues of social justice.”[৪]

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জনস্বার্থে উন্নত পরিবর্তনমুখী, গতিশীল সমাজ ব্যবস্থা গঠনের জন্য একজন জন-বুদ্ধিজীবী জনস্বার্থে কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে। তাকে অবশ্যই একজন সমালোচক হতে হয়। প্রশ্ন করার ক্ষেত্র অবশ্যই শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়। তা জ্ঞানতাত্ত্বিক ও নৈতিকও। সর্বপ্রথম তিনি একজন জনগণের সদস্য। জনগণের দাবির থেকে বেশি তিনি নিজের চিন্তা চেতনাকে কাজে লাগিয়ে জনগণের জন্য ভাবেন। পাশাপাশি একজন জন-বুদ্ধিজীবী হলেন তাঁরা যারা একটি ‘পাবলিক ডোমেনে’-এর মধ্যে কাজ করেন। জনগণের স্বার্থে জনগণের হয়ে কথা বলেন। কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন। গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রূপান্তরমূলক পরিবর্তিত সমাজ গঠনে জন সচেতনতা তৈরি করেন। তিনি একজন সমালোচক। এবং অবশ্যই সমাজিক চিন্তাভাবনা পরিবর্তনে তাঁদের চিন্তাভাবনা কোনও সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়।

আলোচ্য প্রবন্ধে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বোঝার চেষ্টা করব বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম শুধুই কি বিদ্রোহী কবি? বা বলাযায় অসাম্প্রদায়িক, জাতীয়তাবাদী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বপ্ন দেখা কবি? নাকি তার পাশাপাশি বলাযায় তাঁর আরেক পরিচয় তিনি একজন জন-বুদ্ধিজীবীও? বর্তমান বিশ্বে মৌলবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। যাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সর্বসময়ই বিশেষ আকার ধারণ করে। সেই পরিস্থিতিতে একজন বুদ্ধিজীবী বা জন-বুদ্ধিজীবী রাষ্ট্রের জনমত গঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। এই জটিল বাতাবরণে মানবধর্ম সব কিছুর উর্দ্ধে স্থান পায়। নজরুলের সাহিত্য জগতের বিভিন্ন লেখার বিশ্লেষণের মধ্যে এই ধারণার প্রকাশ অবশ্যই হয়ত পাওয়া যায়। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে আমি তাঁর ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’-কে সামনে রেখে একজন জন-বুদ্ধিজীবী নজরুলকে দেখার চেষ্টা করব। এবং একজন জন-বুদ্ধিজীবী হিসাবে তাঁর লেখা আজকের দিনে কতখানি প্রাসঙ্গিক তা বোঝার চেষ্টা করব।

১৯২২ সালের ৮ই নভেম্বর ‘ধূমকেতু’র দুটি লেখা ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ ও ‘বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ’ বাজেয়াপ্ত করা হয়। এবং ২০ শে নভেম্বর তারিখে কুমিল্লা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলে এই মামলা বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থনে

আদালতে নজরুল যে বিবৃতি দেন, সাহিত্য ক্ষেত্রে তাই ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’ নামে পরিচিত। ১৩২৯ সালের ১২ ই মাঘ তারিখের ‘ধূমকেতু’, ১৩২৯ মাঘের ‘প্রবর্তক’, ১৩২৯ ফাল্গুনের ‘উপাসনা’ ও ‘সহচর’ ফাল্গুন ১৩২৯ সাময়িক পত্রগুলিতে ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে প্রকাশিত ‘নজরুল রচনাবলী’ -এর প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’। ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’ নজরুল শুরু করেছেন –

> “আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী! তাই আমি রাজকারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত। এক ধারে রাজার মুকুট; আর ধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদন্ড; আরজন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড। ...আমার পক্ষে সকল বিচারকের বিচারক, আদি অন্তকাল ধরে সত্য – জাগ্রত ভগবান।”[৫]

এই নির্ভিক সত্য কথনে। রাজদণ্ডের বিরুদ্ধে ন্যায়দন্ডের প্রসঙ্গে। আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধে হয়না তাঁর প্রতিবাদের ভঙ্গিমা। কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে তোলা প্রশ্নকে। যা একজন জন-বুদ্ধিজীবীর অন্যতম কাজ। তাঁর এই বক্তব্য প্রথমেই যেন উস্কে দিয়েছে জনগণের অন্তরাত্মাকে। যেখানে জনগণের রূপ ধারণ করে ভগবান তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। যেকোন রাষ্ট্রে, রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাঠামো হওয়া উচিৎ সর্বসাধারণের জন্য। যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি। যেখানে সবাই সমান। ধনী, গরীব, গাত্র, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান আইন, সেখানে রাজার বিরুদ্ধে বা শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা সকলের সমান থাকা উচিত। কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা সকলের না থাকলেও যাঁরা প্রশ্ন তোলেন তাঁরা ভাবান বা বলা যেতে পারে ভবাতে বাধ্য করেন জনসাধারণকে রাজ কর্তব্যের বিষয়ে, জনগণের সামাজিক ন্যায় বিচারের বিষয়ে। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে একজন জন-বুদ্ধিজীবী খুব সচেতন ভাবে সেই কাজটি করেন। তাঁর গলার স্বর থাকে নির্ভীক, বলিষ্ঠ।

> “আমি কবি, অপ্রকাশক সত্যকে প্রকাশ করার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কতৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবনের বাণী। সে-বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারের সে বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়, সত্য-দ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দন্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ, সত্য-স্বরূপ।”[৬]

‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’ রচিত হয় পরাধীন ভারতবর্ষে কিন্তু সেই সময় নজরুল যে ভাবে প্রশ্ন করে গেছেন তা আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষেও প্রয়োজনে রাজশক্তির বিরুদ্ধে যেকোন প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে প্রশ্ন তোলার ক্ষেত্রে যে চিন্তা শক্তির বা মানসিক দৃঢ়তার প্রয়োজন তাতে অবশ্যই ইন্ধন জোগায়।

একজন জন-বুদ্ধিজীবী জনগণের সামাজিক ন্যায়বিচার নিয়ে কথা বলেন। সেই ন্যায় বিচারের প্রশ্ন তুলেছিলেন বলেই নজরুল বন্দী হন। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁকে রাজদন্ডে দণ্ডিত করা হয়। ধূমকেতুর ১২শ সংখ্যায়, ২৬ শে সেপ্টেম্বর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতার রাজনৈতিক পরিস্থিতির রূপক ব্যঞ্জনা তাঁর রাজদণ্ডের কারণ। সেখানে যেমন তিনি বলেন -

> “আর কতকাল থাকবি বেটি, মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল।
> স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
> দেব শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
> ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী ! ...”[৭]

সেই একই বাণী শোনা যায় তাঁর স্বীকারক্তিতেও যেখানে তিনি নির্ভীক ভাবে বলেছেন -

> “রাজার নিযুক্ত রাজ-অনুবাদক রাজভাষায় সে-বাণীর শুধু ভাষাকে অনুবাদ করেছে, তার প্রাণকে অনুবাদ করেনি। তার অনুবাদে রাজ-বিদ্রোহ ফুটে উঠেছে কেননা তার উদ্দেশ্য রাজাকে সন্তুষ্ট করা, আর আমার

> লেখায় ফুটে উঠেছে সত্য, তেজ আর প্রাণ। কেননা আমার উদ্দেশ্য ভগবানকে পূজা করা; উৎপীড়িত আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি সত্য-বারি, ভগবানের আঁখিজল। আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি।”[৮]

অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই বাণী একই। সত্যের পক্ষ সমর্থন। জনগণের কণ্ঠস্বর, জনগণকে নিজ অধিকার, নিজ সামাজিক ন্যায় বিচার সম্পর্কে সচেতন করা। একজন জন-বুদ্ধিজীবী কখনই গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাসকে আমল দেননা। তাঁর বক্তব্যের জন্য সমাজে তাঁর সামাজিক মর্যাদার হানি বা গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ভাবেন না। যা সত্য যা সর্বজনের কল্যাণের, নির্ভীক, বলিষ্ঠ কণ্ঠে তাই বলে যান। তিনি বলছেন -

> “আমি পরম আত্মবিশ্বাসী। তাই যা অন্যায় বলে বুঝেছি, তাকে অন্যায় বলেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি,- কাহারো তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পোঁ ধরি নাই, - আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য-তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, - তার জন্য ঘরে-বাইরের বিদ্রূপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোন কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবনকে হীন করি নাই ... আমি অন্ধ-বিশ্বাসে, লোভের লোভে রাজভয় বা লোকভয়ে মিথ্যাকে স্বীকার করতে পারি না। অত্যাচারকে মেনে নিতে পারি না।”[৯]

নজরুল তাঁর লেখনীর মধ্যদিয়ে মানবধর্মের প্রচারের কাজ করে গেছেন। তাঁর সম্পূর্ণ জবানবন্দীর পরতে পরতে তীব্র প্রতিবাদ বারবার ধ্বনিত হয়েছে। যে প্রতিবাদ মানবধর্ম প্রতিষ্ঠায়। একজন জন-বুদ্ধিজীবী হিসাবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার ক্ষেত্রে। প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে একজন জন-বুদ্ধিজীবীই জনগণের স্বার্থে তাদের নৈতিক, সামাজিক অধিকার নিয়ে মানবতার প্রশ্ন তোলেন। রাষ্ট্রের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ। আজও আমাদের বর্তমান সময় যখন সমগ্র বিশ্ব রাজনীতি মৌলবাদের শিকার সেখানে ঔপনিবেশিক সময়ে তাঁর এই লেখার মধ্যে যে মানবতার বাণী শাসকের রক্ত চক্ষুর বিরুদ্ধে যে প্রশ্ন তুলেছেন আজকের বর্তমান পরিস্থিতেও প্রাসঙ্গিক। যখন তিনি বলেন -

> “...এই যে বিচারাসন- এ কার? রাজার না ধর্মের? এই যে বিচারক, এর বিচারের জবাবদিহি করতে হয় রাজাকে, না তার অন্তরের আসনে প্রতিষ্ঠিত বিবেককে, সত্যকে, ভগবানকে?” ...আমি জানি, আমার কণ্ঠের ঐ প্রলয়-হুঙ্কার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আত্মার যন্ত্রণা-চিৎকার। ...হঠাৎ কখন এই হারাবাণীই তাদের আরেক জনের কণ্ঠে গর্জন করে উঠবে।”[১০]

একজন প্রকৃত জন-বুদ্ধিজীবীর কণ্ঠস্বর এমনই হবে যেখানে তিনি তাঁর কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে আরেক জনকে গর্জন করতে শেখাবেন। বলা যায় -

> “Perhaps this then is the real essence of a public intellectual someone who acts to create a public in which her role will become redundant and unnecessary.”[১১]

Reference:

১. চক্রবর্তী, রথীন, সম্পা., *বুদ্ধিজীবী চরিতনামা,* নেতাজী রিসার্চ সেন্টার, কলকাতা, পৃ. ১৩
২. চক্রবর্তী, রথীন, সম্পা., *বুদ্ধিজীবী চরিতনামা,* নেতাজী রিসার্চ সেন্টার, কলকাতা, পৃ. ২৩
৩. Edited by Chandra Chari and Uma Iyengar, *The Public Intellectual In India,* Rupa Publications, 2015, New Delhi, p. 1

৪. Edited by Chandra Chari and Uma Iyengar, *The Public Intellectual In India,* Rupa Publications, 2015, New Delhi, p. 79

৫. ইসলাম, নজরুল, ১৯৬৬, *নজরুল রচনাবলী* (১ম খন্ড), বাংলা একাডেমি ঢাকা, পৃ. ৪৩১

৬. তদেব

৭. ইসলাম, রফিকুল. (মাঘ ১৪১৮, প্রথম মুদ্রণ), *কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন সৃজন,* কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকাঃ বাংলাদেশ, পৃ. ৯৯

৮. ইসলাম, নজরুল, ১৯৬৬, *নজরুল রচনাবলী* (১ম খন্ড), বাংলা একাডেমি ঢাকা, পৃ. ৪৩২

৯. ইসলাম, নজরুল, ১৯৬৬, *নজরুল রচনাবলী* (১ম খন্ড), বাংলা একাডেমি ঢাকা, পৃ. ৪৩৩

১০. তদেব

১১. Edited by Chandra Chari and Uma Iyengar, *The Public Intellectual In India,* Rupa Publications, 2015, New Delhi, p. 61